সংবাদ CL. 073

তারিখ 17 SEP 1985
পৃষ্ঠা ৮ ৮

এবারের এস, এস, সি পরীক্ষার ফলাফল ও একটি ব্যক্তিগত সমীক্ষা

শরিফা খাতুন

বাংলাদেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের ১৯৮৫ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফল গত ১৫ই আগষ্ট বের হয়েছে। ফল প্রকাশের পূর্ব থেকেই পরীক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকবৃন্দ উদ্বিগ্ন ছিলেন। এবার 'গ্রেস মার্ক' দেওয়া হবে না---মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্তই এই উদ্বেগকে আরো বৃদ্ধি করে। ১৫ই আগষ্ট তারিখে প্রকাশিত একটি খবর "৮ নম্বর জেনারেল গ্রেসসহ পাসের হার শতকরা ৪৫ হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে গতকাল বুধবার এক কর্মকর্তা জানান।" এই খবর কিছুটা আশার সঞ্চার করলেও পাশের এই অবাঞ্ছিত হার ফল প্রকাশের প্রাকালে পরীক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক ও সচেতন নাগরিকদের আতঙ্কিত করে তোলে।

পরীক্ষায় যারা কৃতকার্য হয়েছে, যারা মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে তাদের কৃতিত্বে আমরা সবাই আনন্দিত হয়েছি--গর্ব অনুভব করেছি। কিন্তু তার পাশাপাশি অসংখ্য পরীক্ষার্থীর অকৃতকার্যতায় আমরা ব্যথিত হয়েছি। অসফল পরীক্ষার্থী তার পিতামাতা, শিক্ষক ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের আশাভঙ্গের তীব্র যাতনা সহজে অনুমেয়।

চারটি শিক্ষা বোর্ডে এবার ৩লক্ষ ১৯ হাজার ৫৪১ জন ছাত্র-ছাত্রী এস,এস,সি পরীক্ষা দিয়েছে এবং এদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ১লক্ষ ৪৭ হাজার ৪৬৫ জন। সম্মিলিত পাসের হার গড়পড়তা ৪৬'১২ শতাংশ। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডের পাসের হার সর্বনিম্ন--৪১'৭৬ শতাংশ। আমরা যারা ভিতরের খবর জানিনা তারা ধরেই নিয়েছি যে, গ্রেস দিয়ে পাসের এই হার হয়েছে এবং নতুন পাঠ্যক্রমের জন্য অনেক কম সংখ্যক পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। এরপর জানা গেল গ্রেস মার্ক দেওয়া হয়নি। এরই পরিণতিতে এই ভয়াবহ অকৃতকার্যতার হার। এই অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক ভেবেছিলেন পরীক্ষায় কোন প্রকারে পাস করতে পারলে কোথাও না কোথাও তাঁদের সন্তানদের কর্মসংস্থান হবে। কারণ এদের অনেকেরই সন্তানের জন্য সর্বোচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য ছিল এস,এস,সি পর্যন্ত। কিন্তু তাদের অনেকের এই আশা ধূলিস্যাৎ হল। ছাত্র-ছাত্রীর অকৃতকার্যতার জন্য আমরা তাদের দায়ী করি। কিন্তু এবারের এস,এস,সি পরীক্ষায় মারাত্মক অনুত্তীর্ণের হার কি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, পরীক্ষা ব্যবস্থা ও প্রশাসন ব্যবস্থার ব্যর্থতা ও দুর্বলতার চিত্র তুলে ধরছে না? স্বভাবতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে কেন অসংখ্য পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হবে? গ্রেস মার্ক দিয়ে পাসের হার উন্নীত করা হলো না কেন? ছাত্র-ছাত্রীর জীবনে এস, এস, সি তার প্রথম বহিঃপরীক্ষা। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার পরীক্ষার গ্রেস মার্ক দেওয়া প্রসঙ্গে, পরীক্ষা পাসের নতুন নিয়ম বা অনুত্তীর্ণের উচ্চহার সম্পর্কে জনমত ততটা সোচ্চার হয়ে ওঠেনি। ফল প্রকাশের কিছুদিন পূর্বে সংবাদপত্রে দু'একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। 'সংবাদ'-এর সম্পাদকীয়তে (১৩ই আগষ্ট) এস, এস, সি, পরীক্ষার ফল সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। অবশ্য ফল প্রকাশের পরে ১৯শে আগষ্ট তারিখে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির উভয় দল তাঁদের বিবৃতিতে সম্প্রতি প্রকাশিত এস,এস,সি পরীক্ষার ফলাফল পুনর্বিবেচনার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানিয়েছেন। তাঁদের দাবীতে এস,এস,সি পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অকৃতকার্যতার মূল কারণগুলো যথার্থভাবে তুলে ধরেছেন।

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বহিঃপরীক্ষায় অগণিত পরীক্ষার্থীর ব্যর্থতা, বিশেষ করে নতুন পাঠ্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে, বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমে বলা যায় শিক্ষার গুণগতমান পরিমাপই যেন এস, এস,সি পরীক্ষার লক্ষ্য ছিল। তাই যারা আকাঙ্খিত মান অর্জন করতে পেরেছে তারাই মাত্র পরীক্ষায় পাস করেছে এবং বেশ কঠোরতার সঙ্গে এই মান পরিমাপ করা হয়েছে। এইরূপ কঠোর পরিমাপ কতদূর যুক্তি সঙ্গত তা বিশ্লেষণ করা দরকার। যে পরিবেশে, শিক্ষকদের পূর্ব পরিচিতি ব্যতিরেকে নতুন পাঠ্যক্রম ১৯৮৩ সালে প্রবর্তন করা হয়েছে, পুনরায় ছয়-সাত মাস পরে এক সাধারণ পাঠ্যক্রমকে বিজ্ঞান ও মানবিক এই দুই ধারায় বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিভিন্ন বিষয়ের মূল্যায়ন রীতি সম্পর্কে প্রাক্‌-নির্বাচনী পরীক্ষার পূর্বক্ষণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একই কাগজে '৮৪ এবং '৮৫-এর পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপানো ও পরিবেশন, সর্বোপরি নতুন পাঠ্যক্রমের জটিলতা ও ব্যাপকতা। এই সকল দিক পর্যালোচনা করলে অনায়াসে বলা যায় পরীক্ষায় অসফলতার জন্য বহিঃপ্রভাব অর্থাৎ কর্তৃপক্ষই প্রধানতঃ দায়ী। বরঞ্চ ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের প্রশংসা করতে হয় কারণ তাঁরা দুই বছরের কোর্স এক বছরে সমাধা করে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। এই সব বহিঃপ্রভাব বিবেচনা করে এবারে সাধারণ গ্রেস মার্ক দিয়ে এস, এস, সি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় ছিল। '৮৪ এর পরীক্ষার্থী-

সংবাদ

তারিখ 17 SEP 1985
পৃষ্ঠা ৮ ৮

দের জন্যও উদারভাবে গ্রেস মার্ক দেওয়া অপরিহার্য ছিল। কারণ পুরাতন সিলেবাসে এইবার তাদের সর্বশেষ পরীক্ষা ছিল। অবশ্য ফল প্রকাশের পর কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন যে, আগামী বারেও পুরাতন সিলেবাসে পরীক্ষা দেয়া যাবে।

গ্রেস মার্ক বিজ্ঞানসম্মত নয়। আকাঙ্ক্ষিতও নয়। তবুও শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্তমানে বিরাজমান পরিস্থিতির জন্য গ্রেস কাম্য ছিল। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির উভয় দল কর্তৃপক্ষের নিকট, তাঁদের দাবীতে বলেছেন, গ্রেস প্রথা কাম্য নয়। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে বোর্ড গ্রেস প্রথা চালু করেছিলেন তা আজো বিরাজমান এবং কর্তৃপক্ষ গ্রেস প্রদান না করার অনমনীয় সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করার ফলে অসংখ্য পরীক্ষার্থীর জীবনে নেমে এসেছে ব্যর্থতার গ্লানি। এই ব্যর্থতার গ্লানির যেন ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্য মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কুদরত-এ-খুদা কমিশনের বক্তব্য আলোচনা প্রাসঙ্গিক। তবে একথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কুদরত-এ-খুদা কমিশনের সুপারিশসমূহ পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না করে জোড়াতালি দিয়ে আংশিক কার্যকর করার ফলে আজকের মাধ্যমিক শিক্ষায় এই মহাবিভ্রাট দেখা দিয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য হিসাবে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে: (১) 'এই স্তরের শিক্ষা প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক শিক্ষাকে সম্প্রসারিত ও সুসংহত করবে; (২) সুসমন্বিত ও কল্যাণধর্মী জীবন যাপনের জন্য সচেতন কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ, সৎ ও প্রগতিশীল জীবন দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করবে; (৩) দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রয়াসে প্রয়োজনীয় কর্তব্যনিষ্ঠ ও কর্মকুশল জনশক্তি সরবরাহ করবে; এবং (৪) মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরকে তাদের মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তুলবে। শেষোক্ত দু'টি লক্ষ্যের জন্য কমি-

(২য় পাতায় দেখুন)

এস, এস, সি পরীক্ষা

(৪র্থ পাতার পর)

শনের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রয়েছে। কমিশন উচ্চশিক্ষা প্রার্থীর সংখ্যা সীমিত রাখার পক্ষপাতী। তাই সাধারণ শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে বলেছেন, প্রতি বছর ১৪ থেকে ১৭ বছর বয়সী সাড়ে চার লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী নানা কারণে স্কুলের পড়াশুনা ত্যাগ করে। আর্থিক কারণে বা বহিঃপরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েও অনেকে পড়াশুনা ত্যাগ করে এবং পুরাপুরি সমাজ জীবনে ফিরে আসতে বাধ্য হয়; অথচ গতানুগতিক শিক্ষা থেকে জীবন ধারণের কর্ম অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণ তারা পায় না। ফলে তাদের অধিকাংশই ব্যর্থতার গ্লানি ভোগ করে এবং বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে সমাজের জীবনধারায় আপন সংকীর্ণ ভূমিকা পালন করে যায়। যেকোন দেশের পক্ষে এ অবস্থা অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই অবস্থা রোধ করার উদ্দেশ্যে কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জন্য প্রান্তিক ও স্বল্প সংখ্যকের জন্য উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি-পর্ব হিসাবে ধরেছে। প্রান্তিক শিক্ষা বৃত্তিমূলক হবে এবং একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। সাধারণ শিক্ষা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত দেয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে নবম শ্রেণী থেকে শিক্ষা কার্যক্রম দ্বিধা বিভক্ত হবে (ক) বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও (খ) সাধারণ শিক্ষা। (চলবে)